গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
১৩, শহীদ ক্যাপটেন মনসুর আলী সরণী
রমনা, ঢাকা।

পত্র নংঃ মঅ-মসসব/সংশোধনী-২০১২-১৭৭/৯২০(৭) তারিখঃ-৭/০৫/২০১৩খ্রিঃ

বিষয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় জলাভূমি এবং বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত/ প্লাবনভূমিতে পোনামাছ অবমুক্ত কার্যক্রমের নির্দেশাবলী -২০১২ প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্র ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং- মপ্রাম/ম-৩(পোনা অবমুক্ত)-০৫/২০১০/২১৪, তারিখঃ ১২/০২/২০১৩ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত অত্র অধিদপ্তরের আওতায় জলাভূমি এবং বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত/ প্লাবনভূমিতে পোনামাছ অবমুক্ত কার্যক্রমের সংশোধিত নির্দেশাবলী-২০১২ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত নির্দেশাবলীর কপি আপনার আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল জেলা ও উপজেলায় বিতরণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো। উক্ত নির্দেশাবলী অনুযায়ী ২০১২-১৩ সালে পোনা অবমুক্তির চূড়ান্ত প্রতিবেদন ও বিগত ০৭/১১/১২খ্রিঃ তারিখে প্রেরিত ছক অনুযায়ী প্রভাব নিরুপণের প্রতিবেদন পত্র প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অত্র দপ্তরে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

৭/৫/১৩
(মোঃ গোলজার হোসেন)
উপপরিচালক (মৎস্য চাষ)
টেলিফোনঃ ৯৫৬১৫৯২
Email: ddaqua@fisheries.gov.bd

উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর,
ঢাকা/চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা/রাজশাহী/ খুলনা/সিলেট/
বরিশাল/রংপুর বিভাগ।

Misc.letter -D/FRCM Wing

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় অভ্যন্তরীণ জলাভূমি এবং বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত/প্লাবনভূমি/ প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রম নির্দেশাবলী-২০১২ (সংশোধিত)

পল্লী এলাকার দরিদ্র ভূমিহীন জনগোষ্ঠীসহ জলাভূমি তীরবর্তী জেলে/মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি তথা তাদের জীবনমান উন্নয়ন ও প্রাকৃতিকভাবে জলাশয়/জলাভূমিতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে দেশের খাস, সরকারী ও প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয় এবং বর্ষা প্লাবিত ধানক্ষেত/প্লাবনভূমিতে সরকারীভাবে পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রম নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২। জেলা/উপজেলা ভিত্তিক পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রমের অর্থ বরাদ্দ/বিভাজন পদ্ধতি ঃ

মৎস্য অধিদপ্তরের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের সংশিষ্ট খাত হতে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক/প্রকল্প পরিচালক/কর্মসূচি সমন্বয়কারী পরিচালক, জেলা/উপজেলার জলাশয়/জলাভূমি এবং উপযুক্ত বর্ষা প্লাবিত ধানক্ষেত/ প্লাবনভূমির আয়তন/আধিক্য বিবেচনায় এনে জেলা/উপজেলা ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ করবেন। পোনামাছ অবমুক্তি কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমের প্রকৃত বাস্তব অবস্থা ও উপযুক্ততা অনুযায়ী প্রয়োজন হলে মহাপরিচালক/প্রকল্প পরিচালক/কর্মসূচি সমন্বয়কারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বন্টনকৃত অর্থ পূনর্বিন্যাস করে সংশিষ্ট জেলা/উপজেলায় পুনরায় অর্থ বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। এছাড়া পোনামাছ অবমুক্ত প্রাক কাজের আনুষঙ্গিক ব্যয় ও অবমুক্তি পরবর্তী কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিবিধ কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য পোনামাছ অবমুক্তি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত মোট টাকা থেকে মহাপরিচালক/প্রকল্প পরিচালক/কর্মসূচি সমন্বয়কারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা এবং জেলা/উপজেলা দপ্তরসমূহের জন্য প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় করতে পারবেন। **প্রকল্প পরিচালক/ প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক/ জাতীয় প্রকল্প পরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বরাদ্দ হতে পোনা অবমুক্তির জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রদানকালে আবশ্যিকভাবে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরকে অবহিত করবেন।**

৩। পোনামাছ ক্রয়ের আর্থিক ক্ষমতা ঃ

পোনামাছ ক্রয়ের সার্বিক কার্যক্রম মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত হবে। পোনামাছ ক্রয়ের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এবং আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও মঞ্জুরি গ্রহণ সাপেক্ষে কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।

৪। পোনামাছ অবমুক্তিযোগ্য জলাশয় ঃ

(১) দেশের অভ্যন্তরীণ প্রবহমান নদ-নদী ছাড়া খাল-বিল, হাওর, বাঁওড়, মরা নদী, পোল্ডার, ঘের, বরোপিট, ডোবা-নালা ইত্যাদি জাতীয় খাস ও সরকারী উপযুক্ত জলাভূমি। তবে বর্ষার পরে যে সব নদ-নদীতে নাব্যতা থাকবে কমিটি উপযুক্ত মনে করলে সে সব নদ-নদীর উপযুক্ত স্থানে পোনা অবমুক্ত করা যাবে।

(২) পোনামাছ অবমুক্তির পরে ন্যুনতম ৪ (চার) মাস পানি থাকবে এমন উপযুক্ত বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত/প্লাবন ভূমি।

(৩) সরকারী/আধাসরকারী দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানাধীন খাস ও সরকারী উপযুক্ত জলাভূমি।

(৪) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান/সমিতির নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানাধীন উপযুক্ত জলাভূমি।

৫। জলাভূমি নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

(১) দেশের সকল খাস ও সরকারী জলাভূমি এবং বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত/প্লাবন ভূমিতে পোনামাছ অবমুক্ত করা সম্ভব নয় বিধায় আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে উপযুক্ত এমন জলাভূমি এবং যে এলাকায় বর্ষা প্লাবিত ধানক্ষেত/প্লাবন ভূমিতে পোনামাছ অবমুক্ত করলে সংলগ্ন এলাকার সকল স্তরের লক্ষ্য সুফলভোগী জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে সে এলাকার বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত/প্লাবনভূমি নির্বাচন করতে হবে।

(২) বছরের সবসময় বা বর্ষা মৌসুমে বা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (ন্যূনতম ৪ মাস) মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বিদ্যমান, এমন খাস ও সরকারী জলাভূমি এবং বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত/প্লাবনভূমি/প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয় নির্বাচনের জন্য অগ্রাধিকার পাবে।

(৩) জলাভূমি/বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত/প্লাবন ভূমি/ প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয়ের উপযুক্ততা এবং আধিক্যের আনুপাতিক হারের কারণে প্রত্যেক জেলা/উপজেলায় নির্বাচিত/চিহ্নিত জলাশয়/জলাভূমির সংখ্যা একাধিক হতে পারে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কমিটি বরাদ্দ পাওয়া অর্থের সংকুলানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলায় কতটি জলাশয়/জলাভূমি এবং বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত/প্লাবন ভূমি/প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্ত করা যায় তা নির্বাচন ও নির্ধারণ করবেন।

(৪) সরকারী/আধাসরকারী দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনাধীন খাস ও সরকারী উপযুক্ত জলাভূমি পোনা মাছ অবমুক্তির জন্য নির্বাচন করা যাবে। সরকারী/আধাসরকারী দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের জলাভূমিতে অবমুক্ত মাছের পোনা পরিচর্যা ও দেখাশুনার ব্যয়ভার ঐসব দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল হতে নির্বাহ করতে হবে এবং অর্জিত আয় ঐসব দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা হবে। এতদসংক্রান্ত কার্যক্রমের মনিটরিং সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

(৫) স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, মসজিদ, মন্দির, আশ্রম, প্যাগোডা, গীর্জাসহ জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান/ সমিতির নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানাধীন উপযুক্ত জলাশয় পোনামাছ অবমুক্তির জন্য নির্বাচন করা যাবে। ঐসব প্রতিষ্ঠান/সমিতির জলাশয়ে অবমুক্ত পোনামাছের পরিচর্যা ও দেখাশুনার ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ সমিতির তহবিল হতে নির্বাহ করতে হবে এবং অর্জিত আয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সমিতির তহবিলে জমা হবে।

(৬) ব্যক্তি মালিকানাধীন বেসরকারী কোন জলাশয়/জলাভূমি পোনামাছ অবমুক্তির জন্য নির্বাচন করা যাবে না । তবে সমিতি/সংগঠনের মাধ্যমে পরিচালিত কমিউনিটিবেজড ম্যানেজম্যান্ট (সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনা) এর আওতায় জলাশয়/জলমহালে পোনা অবমুক্ত করা যাবে।

(৭) মৎস্য অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পভূক্ত যেসব জলাভূমি পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে এবং ইতোমধ্যে যেসব জলাভূমিতে পোনামাছ অবমুক্ত করা হয়েছে কিংবা অবমুক্তির পরিকল্পনাভূক্ত রয়েছে সেসব জলাভূমি ও প্লাবনভূমি এ কার্যক্রমের আওতা বহির্ভূত থাকবে। উল্লেখ্য, একই অর্থবছরে একই জলাশয়ে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতের অর্থে পোনা অবমুক্ত করা যাবে না।

৬। মজুদযোগ্য প্রজাতি ঃ

(১) নির্বাচিত জলাভূমিতে রুই জাতীয় মাছের (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস ও ঘনিয়া) ১০-১৫ সে.মি. আকারের সুস্থ-সবল পোনা অবমুক্ত করতে হবে। হেক্টর প্রতি সর্বোচ্চ ২৫ কেজি পোনা অবমুক্ত করা যাবে।

(২) প্রাতিষ্ঠানিক পুকুর/দীঘির ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি সর্বোচ্চ ১০০ কেজি পোনা অবমুক্ত করা যাবে।

(৩) দেশীয় প্রজাতির অন্যান্য মাছ (শিং, মাগুর, ফলি, চিতল, মেনি, পাবদা, গুলশা ও গলদা চিংড়ির জুভেনাইল ইত্যাদি) নির্বাচিত জলাভূমিতে অবমুক্ত করা যাবে।

৭। পোনা মজুদের সময়কাল ঃ

বর্ষা মৌসুমের মধ্যে পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। বর্ষার পরেও এ কার্যক্রম চলতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে নির্বাচিত জলাশয়/জলাভূমিতে অন্ততঃ ৪ (চার) মাস সময়ের জন্য মাছচাষ উপযোগী পানি থাকতে হবে।

৮। পোনা মজুদের স্থান চিহ্নিতকরণ ঃ

যেসব জলাশয়/জলাভূমি/বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত প্লাবনভূমি/প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয়ে পোনামাছ মজুদ করা হবে সেসব জলাশয়/জলাভূমির/প্লাবন ভূমির এমন একটি স্থান চিহ্নিত করতে হবে, যা পোনা পরিবহন, যাতায়াত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধার জন্য উপযুক্ত হয়।

৯। পোনা মাছ সংগ্রহ ও ক্রয় পদ্ধতি ঃ

(ক) প্রয়োজনীয়/প্রযোজ্য শর্তাদি উল্লেখ পূর্বক একটি তফসিল তৈরি করে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন- ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা- ২০০৮ মোতাবেক পোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) পোনামাছ সংগ্রহ কমিটি সরকারী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার থেকে পোনামাছ ক্রয়/সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে। সরকারী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার থেকে পোনা সংগ্রহ ও ক্রয়ের জন্য কোন দরপত্র বা কোটেশনের প্রয়োজন হবে না। **যে ক্ষেত্রে সরকারী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার থেকে পোনা পাওয়া যাবে না সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট খামার ব্যবস্থাপকের প্রত্যয়ন নিয়ে পি পি আর-২০০৬ এবং ২০০৮ অনুসরণে পোনা ক্রয়/ সংগ্রহ করা যাবে।**

১০। **উপজেলা পর্যায়ে জলাভূমি নির্বাচন ও পোনামাছ সংগ্রহ কমিটি ঃ**

প্রতি উপজেলার জন্য "জলাভূমি নির্বাচন ও পোনামাছ সংগ্রহ কমিটি" থাকবে।

(ক) কমিটির রূপরেখা ঃ

১)	মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য	প্রধান উপদেষ্টা
২)	উপজেলা চেয়ারম্যান	উপদেষ্টা
৩)	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	উপদেষ্টা
৪)	উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	উপদেষ্টা
৫)	মেয়র পৌরসভা	উপদেষ্টা
৬)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
৭)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৮)	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৯)	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
১০)	সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ১ জন সমাজসেবক/গণ্যমান্য ব্যক্তি	সদস্য
১১)	সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা /উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

(খ) কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(১) কমিটি জলাভূমি ও বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত/প্লাবনভূমি/প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয় পোনা অবমুক্ত করার জন্য নির্বাচন করবে।

(২) কমিটি বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে বিধি মোতাবেক পোনামাছ সংগ্রহের ব্যবস্থা করবে।

(৩) নির্দেশাবলী অনুযায়ী কী পরিমান পোনামাছ সংগ্রহ করা দরকার তা নির্ধারণ করবে।

(৪) নির্বাচিত পোনামাছ সরবরাহকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান, চাহিদা ও শর্তানুযায়ী যাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ও আকারের সুস্থ-সবল পোনা সরবরাহ করেন তা নিশ্চিত করবে।

(৫) নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের মধ্যে পোনা মাছ সংগ্রহের ব্যবস্থা করে সংগৃহীত পোনা নির্বাচিত সংশ্লিষ্ট জলাশয়/ জলাভূমি/ বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত/প্লাবনভূমি/প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয়ে অবমুক্তির জন্য তা "পোনামাছ গ্রহণ ও অবমুক্তকরণ কমিটির" নিকট হস্তান্তরের ব্যবস্থা করবে।

১১। **পোনামাছ গ্রহণ ও অবমুক্তকরণ কমিটি ঃ**

পোনা সংগ্রহ কমিটি থেকে পোনা গ্রহণ ও তা যথাযথভাবে নির্বাচিত জলাশয়/জলাভূমি ও বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত/প্লাবনভূমি/ প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয়ে অবমুক্তির জন্য প্রতি উপজেলায় একটি করে কমিটি থাকবে।

(ক) কমিটির রূপরেখা ঃ

(১)	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	আহ্বায়ক
(২)	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৩)	ভেটেরিনারি সার্জন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর	সদস্য
(৪)	কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তর	সদস্য
(৫)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা তার প্রতিনিধি	সদস্য
(৬)	স্থানীয় মৎস্যজীবী প্রতিনিধি ২ (দুই) জন (সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য

(খ) কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(১) কমিটি নির্বাচিত ও অনুমোদিত পোনা সরবরাহকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ও আকারের সুস্থ-সবল পোনা গ্রহণ করে তা নির্দিষ্ট জলাশয়/জলাভূমি/বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত/ প্লাবনভূমি/ প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয়ে অবমুক্তির ব্যবস্থা করবে।

(২) যেসব জলাশয়/জলাভূমি/বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত/প্লাবনভূমি/প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্ত করা হবে তার আয়তন, সংলগ্ন সুফলভোগীর সংখ্যা এবং মোট কী পরিমান (কেজি) ও সংখ্যক পোনামাছ অবমুক্ত করা হলো তার হিসাব সংরক্ষণ করবে।

(৩) সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও কমিটির আহ্বায়ক প্রতিটি পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম শেষে "সরবরাহকারী জনাব/মেসার্স....., ঠিকানা....., নির্দিষ্ট পরিমাণ ও উপযুক্ত আকারের পোনা ..... তারিখে সরবরাহ করেছেন এবং তা নির্বাচিত জলাশয়/ জলাভূমি/প্লাবনভূমি/প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয়ে (নাম ও অবস্থান উল্লেখ পূর্বক) যথাযথভাবে মজুদ করা/ছাড়া হয়েছে" মর্মে উল্লেখ পূর্বক উপস্থিত কমিটির অন্যান্য সদস্যের সইযুক্ত একটি সার্টিফিকেট গ্রহণ করবেন। সার্টিফিকেটের একটি কপি তার দপ্তরে সংরক্ষণ এবং একটি করে কপি সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় মৎস্য উপপরিচালকের দপ্তরে প্রেরণ করবেন।

(৪) কমিটি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি (মাননীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান/পৌর মেয়র, পৌর কমিশনার ও ইউপি চেয়ারম্যান), স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পোনামাছ অবমুক্তির ব্যবস্থা করবে।

১২। জেলা পর্যায়ে জলাভূমি নির্বাচন, পোনামাছ সংগ্রহ ও পোনা অবমুক্তকরণ কমিটিঃ

জাতীয় পর্যায়ে মৎস্য সপ্তাহ উদযাপনসহ ক্ষেত্র বিশেষে জেলা মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্ত করণের বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে বিধায় জেলা পর্যায়ে জলাভূমি নির্বাচন, পোনামাছ সংগ্রহ ও পোনা অবমুক্ত করণের জন্য একটি কমিটি থাকবে।

(ক) কমিটির রূপরেখা ঃ

(১)	মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য (সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকা)	উপদেষ্টা
(২)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সভাপতি
(৩)	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(৪)	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
(৫)	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৬)	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(৭)	সংশ্লিষ্ট সিটি করপোরেশন/পৌর সভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি- ১ (এক) জন	সদস্য
(৮)	স্থানীয় মৎস্যজীবী প্রতিনিধি- ১ (এক) জন (জেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(৯)	সদর উপজেলার সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (যে ক্ষেত্রে সদর উপজেলা নেই, সে ক্ষেত্রে জেলা মৎস্য দপ্তরের সহকারী পরিচালক	সদস্য সচিব

সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন)

(খ) কমিটির কার্যপরিধি ঃ

১) কমিটি জলাভূমি ও বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত/প্লাবনভূমি/প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয় পোনা অবমুক্ত করার জন্য নির্বাচন করবে।

২) কমিটি বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে বিধি মোতাবেক পোনামাছ সংগ্রহের ব্যবস্থা করবে।

৩) নির্দেশাবলী অনুযায়ী কী পরিমান পোনামাছ সংগ্রহ করা দরকার তা নির্ধারণ করবে।

৪) কমিটি নির্বাচিত ও অনুমোদিত পোনা সরবরাহকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ও আকারের সুস্থ-সবল পোনা গ্রহণ করে তা নির্বাচিত নির্দিষ্ট জলাশয়ে অবমুক্তির ব্যবস্থা করবে।

(৫) যেসব জলাশয়/জলাভূমি/বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত/প্লাবনভূমি/প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্ত করা হবে কমিটি তার আয়তন, সংলগ্ন সুফলভোগীর সংখ্যা এবং মোট কী পরিমান (কেজি) ও সংখ্যক পোনামাছ অবমুক্ত করা হলো তার হিসাব সংরক্ষণ করবে।

(৬) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও কমিটির সদস্য সচিব প্রতিটি পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম শেষে "সরবরাহকারী জনাব/ মেসার্স..... ....., ঠিকানা....., নির্দিষ্ট পরিমাণ ও উপযুক্ত আকারের পোনা ..... তারিখে সরবরাহ করেছেন এবং তা নির্বাচিত জলাশয়/ জলাভূমি/প্লাবনভূমি/ প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয়ে (নাম ও অবস্থান উল্লেখ পূর্বক) যথাযথভাবে মজুদ করা/ছাড়া হয়েছে" মর্মে উল্লেখ পূর্বক উপস্থিত কমিটির অন্যান্য সদস্যের সইযুক্ত একটি সার্টিফিকেট গ্রহণ করবেন। সার্টিফিকেটের একটি কপি তাঁর দপ্তরে সংরক্ষণ এবং একটি কপি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপপরিচালকের দপ্তরে প্রেরণ করবেন।

(৭) কমিটি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি (মাননীয় সংসদ সদস্য, সিটি মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, পৌর মেয়র, ওয়ার্ড কমিশনার), স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পোনামাছ অবমুক্তির ব্যবস্থা করবে।

১৩। পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ঃ

মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপপরিচালক এবং জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ, স্ব-স্ব বিভাগ ও জেলার পোনামাছ অবমুক্তি কার্যক্রম সার্বিকভাবে দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করবেন। পোনামাছ অবমুক্তির জন্য জলাশয়/জলাভূমি/বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত/প্লাবনভূমি/প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয় নির্বাচন সঠিক হয়েছে কিনা, পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও স্থানীয়ভাবে পরিদর্শন করবেন এবং সুষ্ঠুভাবে পোনা মাছ অবমুক্তি কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। এছাড়া পোনামাছ সংরক্ষণ এবং এর নিধনরোধে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রতিবছরের ৩১ জানুয়ারী এর মধ্যে পোনা অবমুক্তির প্রতিবেদন মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করতে হবে। মহাপরিচালক উক্ত প্রতিবেদন সমন্বয় করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।